চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকা থেকে ইজিবাইক চালকের কঙ্কাল উদ্ধার

কুষ্টিয়া থেকে অপহৃত ইজিবাইকচালক সবুজ মন্ডলের (৩০) কঙ্কাল চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকা ঘোড়ামারা ব্রিজের নিচে থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গা সদরের ঘোড়ামারা ব্রিজ এলাকা থেকে সবুজের বস্তাবন্দি কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। গত ২০ আগস্ট থেকে নিখোঁজ ছিলেন সবুজ।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো: আনিসুজ্জামান জানান, এ ঘটনায় কুষ্টিয়ার বাড়াদী থানাপাড়ার বাচ্চু মন্ডলের ছেলে সবুজ মন্ডল ছিলেন একজন ইজিবাইকচালক। তার ইজিবাইকটি হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিন যুবক তার ইজিবাইক ভাড়া নিয়ে তাকে কৌশলে হত্যা করে কুষ্টিয়া থেকে লাশ নিয়ে এসে ফেলে রেখে যায় চুয়াডাঙ্গার ঘোড়ামারা ব্রিজের কাছে। অনুসন্ধান চালিয়ে কুষ্টিয়া পুলিশ ঘাতক তিনজনকে আটক করে। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

তিনি আরো জানান, এ ঘটনায় পুলিশ কুষ্টিয়ার বারখাদা ত্রিমহনী গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে জনি হোসেন (২৮), বারাদী কানাবিল এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে তুষার ইসলাম (২১) ও চাকুলিয়া গ্রামের সরোয়ার প্রামাণিকের ছেলে বাচ্চ প্রামানিককে (২৬) আটক করেছে। পরবর্তি আইনগত বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলামিনের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ জানায়, ২০ আগস্ট সবুজ মন্ডলকে হত্যা করা হয়। সেইদিনই একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তার লাশ চুয়াডাঙ্গা ঘোড়ামাড়া ব্রিজ এলাকার পাশে ঘাতকরা ফেলে রেখে চলে যায়।

চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাস ইউনিয়নের কুটি পাইক যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজ পারভিন এর নেতৃত্ব বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় রোকসানা ইয়াছমিন এর বাড়িতে এই উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করে যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন তুলে ধরেন ও লিফলেট বিতরণ করেন এবং আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনা সরকার ও নৌকা মার্কার পক্ষে ভোট চান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন, সহ-সভাপতি- পূর্ণিমা হালদার,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, আওয়ামী লীগ কর্মী বসির উদ্দিন, আসের আলী, মহিলা মেম্বর সাবিয়া, তাপসি, মজিরন এছাড়াও অনান্য মহিলা মেম্বারসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রতিবন্ধীর মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর পুরাতন ঐতিহ্যবাহী রেল স্টেশনে গেট আছে কিন্তু গেটম্যান নাই, রেলওয়ের পথ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পারাপার হচ্ছে সাধারণ মানুষ গেটম্যান না থাকায় স্থানীয় লোকজন সব সময় আতঙ্কে রয়েছেন, এবং পথচারীরা বলছেন কখন রেল লাইনে ট্রেন আসবে এটাও কোন নির্দিষ্ট টাইম নাই। ট্রেন আসার আগেই গেট বন্ধ করবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে গেটম্যান, অথচ জয়রামপুর ষ্টেশনে একজনও গেটম্যান নেই। জয়রামপুর রেল স্টেশনের উপর দিয়ে প্রায় প্রতিদিন ১থেকে ২হাজার মানুষ পারাপার হয় এবং মটর সাইকেল সাইকেল পাখি ভ্যান প্রাইভেটকার ট্রাক পার হয়, এবং এই ঝুঁকিপূর্ণ দায় নেবে কে রেল কর্তৃপক্ষ না জনসাধারণ মানুষ, জয়রামপুর রেল স্টেশনের ট্রেন ক্রসিং থাকলেও নেই গেটম্যান, প্রতিনিয়ত ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা এই রেল ক্রসিং গুলোতে মানুষ এবং যানবাহন পারাপার হতে গিয়ে প্রায়ই সময় প্রাণহানীসহ ঘটছে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।

আজ বৃহস্পতিবার জয়রামপুর রেলস্টেশন গেটে আবারো একজন শারীরিক প্রতিবন্ধীর ট্রেনে কেটে মৃত্যু হয়েছে। বিকাল ৩ টা ৪০ মিনিটে সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ট্রেনে কাটা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর থানার অন্তর্গত সব্দালপুর লক্ষ্মীপুর গ্রামে বাড়ি নাম মুরাদ (৫৫)। নিহত মুরাদ শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ছিলো। জীবন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষের কাছে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে জীবন চালায়। একইভাবে গত কয়েকদিন আগে জয়রামপুর রেলস্টেশনে প্লাটফর্মে এসে অবস্থান করে।আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য স্টেশন পারাপার হতে গিয়ে দ্রুতগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনটি ধাক্কা মেরে স্টেশন এর গেটের উপর থেকে ২০০ মিটার টেনে নিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন দেখে ট্রেন যাওয়ার পরেই ছুটে যায় আহত মুরাদের কাছে। যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই মুরাদ শেষ নিঃস্বাস ত্যাগ করে।

স্থানীয় লোকজন বলে মুরাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ক্ষতচিহ্ন দেখা যায় এবং দুই পা ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায়, মাথার পিছনের অংশ কেটে অনেক বড় ক্ষত দেখা যায়। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে স্থানীয় লোকজনের কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন, জয়রামপুর স্টেশনে দীর্ঘদিন গেটম্যান না

থাকায় কয়েক বছর ধরে এখানে নানা দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। আজ যদি গেট ম্যান থাকতো তাহলে এমন দূর্ঘটনা ঘটতে পারতো না।

এ বিষয়ে রেলওয়ে পুলিশ সদস্য আতাউর রহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন আমরা খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এখান থেকে মৃত ব্যক্তিকে দর্শনা পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে আইনি প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম শেষে দাফন করার জন্য আত্মীয়-স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

রেলওয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেছে এলাকার জন সাধারণ ও সচেতন মহল।

দর্শনায় শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী পালিত

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মতিথি ও শাস্ত্রমতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহন করেছিলেন ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের আষ্টমী তিথিতে। তার জন্মতিথিকে ঘিরে চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন স্থানে জাঁকজমক পূর্ণভাবে শ্রী কৃষ্ণের ৫২৪৯ তম জন্মদিনে শুভ জন্মাষ্টমী ২০২৩ পালিত হয়েছে।

দেশের হিন্দু সম্পদায় ভাব গাম্ভীর্য ও ঢাক ঢোল পিটিয়ে উৎসবের মধ্যে দিয়ে এই উপলক্ষে সনাতন ধর্মলম্বীরা শান্তিপূর্ণভাবে শোভাযাত্রা বের করে দর্শনার বিভিন্ন শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে । চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গ, দর্শনা,গড়াই টুপি সহ বিভিন্ন স্থানে এই শোভাযাত্রা র্যালি হয়।

আজ বুধবার সকাল ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পুরাতন বাজার মন্দির কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলি মুনসর বাবু, চুয়াডাঙ্গা সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার জাকিয়া সুলতানা, দর্শনা পৌর মেয়র মোঃ আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা, দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব মোঃ গোলাম ফারুক আরিফ,

দামুড়হুদা উপজেলার সম্মেলন কমিটির আহবায়ক উত্তম কুমার দেবনাথ,পুরাতন বাজার পূজা মন্দির কমিটির সভাপতি প্রন্ত কুমার দেবনাথ,সাধারণ সম্পাদক মিল্টন কুমার শাহা,বাংলাদেশ হিন্দু বোদ্ধৃ খিষ্টান ঐক্য পরিষদের দর্শনা থানার সাধারন সম্পাদক অন্তত কুমার শান্তারা মঙ্গল প্রমুখ।

এ র্যালিতে শত শত হিন্দু সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ কিশোর-কিশোরী শিশুরা শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন।

সারা বাংলা ৮৮ চুয়াডাঙ্গা জেলার আয়োজনে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

শিক্ষা ও সেবামূলক কাজে দেশ বিদেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রেষ্ঠ জেলার মর্যদা পাওয়ায় বন্ধু আনন্দ-সংযোগ এবং এসএসসি উত্তীর্ণ বন্ধু সন্তান কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধণা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১২টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সারা বাংলা ৮৮ চুয়াডাঙ্গা জেলা কো- অর্ডিনেটর বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদিরের সভাপতিত্বে ও শিক্ষক মহসিন আলীর সঞ্চালনায় এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলওয়াত করেন হামিদুল ইসলাম সেন্টু।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন, বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় এডমিন প্যানেলের মডারেটর প্রভাষক লাবন্য মারু, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্যানেলের পক্ষ থেকে শামস গোলাম হোসেন আবীর, ডা.ওয়ালিউর রহমান নয়ন, হাবিবুল করিম চঞ্চল, সাংবাদিক বখতিয়ার হোসেন বকুল, হাসানুজ্জামান পলাশ, শিক্ষক কামরুল হাসান হিরো, শফিকুল ইসলাম জিন্নাহ, আজিম উদ্দিন, শিক্ষক মোজাম্মেল হক, শাহজাহান ঝন্টু, রাশেদুল ইসলাম, শাহ মোহাম্মদ তারিকুজ্জামান, প্রভাষক ইসমাঈল হোসেন, শারমিন দিলারা

লুনা, শাহীন পারভেজ, সব্যসাচী সাহা রাজু, আখতার হোসেন ও আব্দুল মজিদ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ৮৮ ব্যাচের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রিফাত রহমান, জাহাঙ্গীর আলম, জহুরুল ইসলাম, মহিদুল ইসলাম সুমন, লিপু, চঞ্চল, সজল, বিপ্লব, উজিরপুর গ্রামের একরামুল হক, সাজ্জাদ হোসেন, বনানী, রকিব, মোমিন, ইমরান হোসেন দুদু, হাকিমুল বাশার, আমীর খসরু, কামাল, ফারুক, মুজিবুর রহমান, শংকর কুমার দেসহ অন্যান্যরা।

কৃতি শিক্ষার্থীদের জন্য সম্মাননা ক্রেস্টসহ উপহার দেয়া হয় সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর, জায়নামাজ, বই, খাতা ও কলম। ১৯৮৮ ব্যাচের একজন ১৯৮৮ সালে অকৃতকার্য হলেও এবার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়ে এসএসসি উত্তীর্ণ হয়েছে। তাকেও বন্ধুদের পক্ষ থেকে বরণ করে নেয়া হয় এবং সংবর্ধনা দেয়া হয়। এছাড়াও এক বন্ধুর মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তী হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় তাকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলার ৫ টি থানা থেকে প্রায় ৭০ জন এসএসসি ১৯৮৮ ব্যাচের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এসএসসি ৮৮ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান সারাবাংলা ৮৮ প্যানেল ৬৪ টি জেলাসহ ৬২ টি দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

আলমডাঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শোভাযাত্রা-আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার অনুষ্ঠিত উপজেলা ও পৌর পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিদ্ধা দাস,থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দের

উপস্থিতিতে জন্মাষ্টমির এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সত্যনারায়ন মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

শোভাযাত্রা শেষে রথতলা মন্দির প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পৌর পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি পরিমল কুমার কালু ঘোষ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র হাসান কাদের গনু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, থানার ওসি (তদন্ত) একরামুল হোসাইন, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কিশোর আগরওয়ালা, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি প্রশান্ত অধিকারী, সহ-সভাপতি সুশীল কুমার ভৌতিকা,জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কিশোর কুমার কুন্ডু, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মনিন্দ্রনাথ দত্ত, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক।

পৌর হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পলাশ কুমার আচার্য সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক নয়ন সরকার, উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ডাক্তার অমল কুমার বিশ্বাস, পৌর কাউন্সিলর জরুল ইসলাম স্বপন, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাধুখা, পৌর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি রিপন কুমার বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক জয় কুমার বিশ্বাস, উপজেলা হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিনিধি বাবু অসীম কুমার সাহা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক প্রমুখ। পরে অতিথিবৃন্দ পুরস্কার বিতরণ করেন।

কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের অভিযানে গাজাসহ গ্রেফতার ১

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা সুবলপুর রোডে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আলমগীর কবিরের নির্দেশে একটি মাদকবিরোধী অভিযান চালায় কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এসএই ইমরান হোসেন ও এ এস আই মোসলেম উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সুবলপুর রোডে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায়।

এই অভিযানের সময় মেহেদী পিতা কায়ছার আলী ক্রোকারিজের দোকানের সামনে পাটাচোরা টু সুবলপুর রোডে পাকা রাস্তার উপর হইতে আজ বুধবার সন্ধা ৬ টা ৩০ মিনিটে একটি পফর ও এক কেজি গাজা সহ আবুল কালাম (৩৮) পিতা আকমান’কে গ্রেফতার করেন ।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে দামুড়হুদা মডেল থানায় আজই সোপর্দ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজ সকাল সাড়ে নয়টার সময় সার্বজনীন দূর্গা মন্দির বড়বাজার হতে শোভাযাত্রা শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ, পিপিএম, চুয়াডাঙ্গা বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি ডাঃ মার্টিন হীরক চৌধুরী, ডিআইও-১, ডিএসবি আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মাহাব্বুর রহমান সহ জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের সকল পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ।

এছাড়াও সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল), অফিসার ইনচার্জ (দর্শনা থানা), অফিসার ইনচার্জ (আলমডাঙ্গা থানা) নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে অফিসার ও ফোর্সের সমন্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী আয়োজন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করেন।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে গাঁজাসহ ৪ মাদক সেবী গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে তিন’শ গ্রাম গাঁজাসহ ৪ মাদক সেবীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বিকেলে উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের পশুহাট-বেতবাড়িয়া সড়কের বালুর পুকুর নামক এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আটককৃতরা হলেন- উপজেলা জেহালা ইউনিয়নের গড়াগড়ি গ্রামের শ্রী গোড়া চাঁদ পাত্রের ছেলে শ্রী রনি পাত্র (৩৫), সোনাতনপুর গ্রামের শ্রী মনোরঞ্জন বিশ্বাসের ছেলে শ্রী চিত্ত রঞ্জণ বিশ্বাস(৫২), এছাড়াও ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু গ্রামের কাজল আলীর ছেলে আশিক হাসান (২০), ডাউকি গ্রামের মৃত রজব আলীর ছেলে আব্দুল লতিফ (৪৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার বেতবাড়িয়া-পশুহাট সড়কে মাদক ব্যবসায়ী ও সেবীদের আনাগোনা বেড়েছে। ওই অঞ্চলে মাদক সেবনের জন্য ৪ জন অবস্থান করছে, এমন সংবাদ পায় পুলিশ। গতকাল বুধবার বিকেলে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশের একদল টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। এসময় বালুর পুকুর নামক এলাকা থেকে ৪ জনকে

সন্দেহজনক জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। তাদের শরীর তল্লাশী করে ৩’শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ সদস্যরা।

এ ঘটনায় মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ির আইসি পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইউসুফ আলি বাদী হয়ে গতকাল বুধবার রাতে তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৪ মাদক সেবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।তাদের বিরুদ্ধে থানায় মাদক মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট মামলায় তাদের জেল হাজতে পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গায় মাদ্রাসা শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্র নির্যাতনের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় মাদ্রাসা শিক্ষকের বিরুদ্ধে আফান রহমান ফারহান নামের এক ছাত্রকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। ওই শিক্ষার্থীর মুখে ও পিঠে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, ব্যক্তিগত ক্ষোভ মেটাতে এমন অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলা হারদি ইউনিয়নের চর-যাদবপুর গ্রামের দারুল আকরাম নূরানি মাদরাসায় এ নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী আফান রহমান ফারহান ওই মাদ্রাসার হিফজ বিভাগের শিক্ষার্থী। শারীরিক নির্যাতনের ঘটনায় শিক্ষার্থীর বড় ভাই বাদি হয়ে মঙ্গলবার বিকেলে অভিযুক্ত শিক্ষক সজিবের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে।

পরিবার জানায়, আফান রহমান ফারহানকে এর আগেও বেশ কয়েকবার এভাবে মারধর করা হয়েছে। তারা ভেবেছে হয়ত শিক্ষক শাসন করেছে। কিন্তু মঙ্গলবার আফান রহমান ফারহানের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তার মুখে ও

হাতে কালো দাগ দেখা যায়। শিক্ষকদের ভয়ে প্রথমে বিষয়টি স্বীকার করেনি। পরে সত্য জানতে চাইলে আঘাতের বিষয়টি স্বীকার করে আফান রহমান ফারহান।

আফান রহমান ফারহানের বড় ভাই হাফিজ বলেন, ‘মাদ্রাসায় আমার ছোট ভায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে ওর মুখে ও হাতে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাই। আমি আঘাতের বিষয়ে জানতে চাইলে সে বলে, রাতে হোম ওয়ার্ক না করায়, তখন হুজুর আমাকে ডেকে প্রথমে গালে চড় মারে এবং পরে বেত দিয়ে মারধর করেন। তবে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি স্বীকার করেছে। তারা বলে, বাড়ি থেকে হোম ওয়ার্ক না করায় ক্ষিপ্ত হয়ে শিক্ষককে তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। তার সাথে এমন নির্মম ব্যবহার খুবই দুঃখ জনক।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, হোমওয়ার্ক না করায় শিক্ষক একটু বেশিই মারধর করেছে। এঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি।